PRINT

সমকাল

৭৪ আনন্দ স্কুলের অস্তিত্ব নেই

৯ ঘণ্টা আগে

গোলাম মওলা সিরাজ, নাগেশ্বরী (কুড়িগ্রাম)

বেড়ায় ঘেরা ঘরে ছাউনি নেই। বাইরে 'সাহেবের খাস আনন্দ স্কুলে'র সাইনবোর্ড; কিন্তু ভেতরে স্কুলের চিহ্ন নেই। পাশে হাজীপাড়া আনন্দ স্কুল। সেখানে সাইনবোর্ড না থাকলেও ঘরের ছাউনি-বেড়া ঠিক আছে; কিন্তু ঘরের ভেতর খড়ের স্তূপ। এমন অবস্থা নাগেশ্বরী উপজেলার ৭৪টি আনন্দ স্কুলের। কোথাও ঘর নেই। শিক্ষার্থী নেই। পড়ালেখার বালাই নেই। খাতা-কলমে সব স্কুল সচল। শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি, উপকরণ, পোশাক, শিক্ষকের বেতন, ঘর ভাড়ার কোটি টাকা ভাগ করে নেওয়া হচ্ছে। স্কুলগুলোর সভাপতি হয়েছে প্রভাবশালী মহল।

হতদরিদ্র ও ঝরে পড়া শিশুদের স্কুলমুখী করতে 'রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন' (রস্ক) প্রকল্প-২-এর আওতায় পাঁচ বছর মেয়াদে ২০১১ সালে নাগেশ্বরী উপজেলায় প্রথম দফায় চালু হয় ৩৯৫টি আনন্দ স্কুল। প্রথম দফার স্কুলগুলোর মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ২০১৪ সালে আবারও চরাঞ্চলে ৮৪টি আনন্দ স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর মধ্যে ১০টি স্কুল বন্ধ হয়ে গেলেও খাতা-কলমে সচল দেখানো হচ্ছে ৭৪টি স্কুল। উপজেলার কেদার ইউনিয়নে ১২টি, কচাকাটায় পাঁচটি, নারায়ণপুরে নয়টি, নুনখাওয়ায় ১৫টি, বল্লভেরখাসে ১৬টি, বেরুবাড়ী ইউনিয়নের সাতটি, কালিগঞ্জে তিনটি, রায়গঞ্জে একটি এবং বামনডাঙ্গা ইউনিয়নে তিনটি। বাকি তিনটি স্কুল খুঁজে পাওয়া যায়নি। এসব স্কুল পরিদর্শন ও সমন্বয়ের জন্য উপজেলায় একজন ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর রয়েছেন শুরু থেকে। গত বছরের শেষে সাতজন পুল শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। তাদের প্রতিদিন স্কুলগুলো পরিদর্শন করার কথা। দেখা গেছে, কয়েকটি স্কুলের বাইরে সাইনবোর্ড ঝুললেও ভেতরে স্কুলের কোনো চিহ্ন নেই। কোনো কোনো ঘর ব্যবহার হচ্ছে অন্য কাজে। শুরুতে বেশিরভাগ স্কুলে নারী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। সাহেবের খাস আনন্দ স্কুলের শিক্ষক নারজুমান আক্তারের বিয়ে হয়ে গেছে। তার বাবা আব্বাস উদ্দিন বলেন, মেয়ের বদলে আমি স্কুল চালাই। দু-একজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলতে চাইলে তিনি দিতে পারেননি।

বছরের শুরুতে শিক্ষার্থীদের পোশাক তৈরিতে পাওয়ার কথা ৪০০ টাকা। প্রতি মাসে শিক্ষা উপকরণ বাবদ প্রথম-তৃতীয় শ্রেণি ২০০ এবং চতুর্থ-পঞ্চম শ্রেণি ৩০০ টাকা, পরীক্ষা বাবদ ১০০ টাকা পাওয়ার কথা। প্রতি মাসে শিক্ষকের বেতন ৩ হাজার এবং স্কুল ঘর ভাড়া ৪০০ টাকা। ঘর মেরামতের জন্য বরাদ্দ এক হাজার টাকা। কিন্তু বাস্তবে গত পাঁচ বছরে কোনো কোনো শিক্ষার্থী দু-একশ' টাকা পেলেও বেশিরভাগের কপালে জোটেনি। পোশাক ও উপকরণ কিছুই পায়নি। হাজীপাড়া আনন্দ স্কুলের শিক্ষার্থী মাজেদা খাতুন মিনা জানায়, ক্লাস ওয়ান থেকে এখানে পড়ছি। এখন ফাইভে উঠেছি। বই এখনও পাই নাই। ক্লাস টুয়ে একবার পোশাক ও ১০০ টাকা পাইছি। একই কথা বলে পঞ্চম শ্রেণির আতাউর রহমান ও চতুর্থ শ্রেণির সাহিদা। কেদার ইউনিয়ন পুল শিক্ষক নুর মোহাম্মদ বলেন, বিষয়টি নিয়ে সংবাদ পরিবেশন করলে তারসহ অন্য শিক্ষকদের বেতন বন্ধ হতে পারে।

প্রকল্পের উপজেলা ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর (টিসি) মো. আল মামুন বলেন, 'কত জায়গায় কত দুর্নীতি হচ্ছে। এগুলো ছোট বিষয়।' তার কাছে তেমন কোনো অভিযোগ নেই। তিনি

নিজেই অভিযুক্ত- এমন প্রশ্নের জবাবে বলেন, এটা কেউ বলতে পারবে না আমি টাকা নিয়েছি।

এ বিষয়ে ইউএনও শংকর কুমার বিশ্বাস বলেন, রস্ক প্রকল্পের কর্মকর্তা ও পুল শিক্ষকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

© সমকাল 2005 - 2017

সম্পাদক : গোলাম সারওয়ার । প্রকাশক : এ কে আজাদ

১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৮৮৭০১৭৯-৮৫, ৮৮৭০১৯৫, ফ্যাক্স : ৮৮৭০১৯১, ৮৮৭৭০১৯৬, বিজ্ঞাপন : ৮৮৭০১৯০ । ইমেইল: info@samakal.com